সমকাল
রোববার
৫ এপ্রিল ২০১৫ ২২ চৈত্র ১৪২১

স্কলাস্টিকায় মিষ্টি বাতাস

আসাদ চৌধুরী

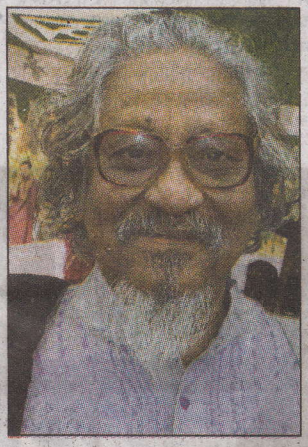

ইংরেজি মাধ্যমে যে ক'টি নামিদামি বিদ্যালয় আছে, স্কলাস্টিকা তাদের মধ্যে একটি। উত্তরা স্কুল প্রাঙ্গণে গিয়ে চোখ বড় হওয়ার উপক্রম। প্রায় এক একরের ওপরে মূল স্থাপনা, এর মধ্যে খেলার মাঠ এবং মিলনায়তনও রয়েছে। অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল [অব.] কায়সার আহমেদের আমন্ত্রণপত্রটি পড়েছি বার কয়েক, বাংলা সংস্কৃতির মূলধারার সঙ্গে যাতে শিক্ষার্থীরা ঘনিষ্ঠ হতে পারে সে চেষ্টাই তিনি করছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ডাকঘর' মঞ্চস্থ হতে যাচ্ছে, তার জন্য এই পত্র। পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা অভিনয়, নৃত্য এবং সঙ্গীতে অংশ নেবে। আলাদা করে উল্লেখ করলাম আসলে নৃত্য এবং সঙ্গীত নাটকেরই অংশ। আমাদের ঐতিহ্যবাহী যাত্রা-পালার রীতি রবীন্দ্রনাথ শুধু প্রয়োগই করেননি– সমৃদ্ধও করে গেছেন। এর আগে স্কলাস্টিকায় পরপর দুটি নাটক মঞ্চস্থ করা হয়েছে, মলিয়র আর বেখটের। অর্থাৎ অনুবাদ। ডাকঘর অবশ্যই ব্যতিক্রম। রাজা, রক্তকরবী, বিসর্জন এসব নাটক বেশ কয়েকবার পড়েছি, ডাকঘরও। ডাকঘর মঞ্চে দেখার সুযোগ পেয়ে ভালোই লাগল। ইংরেজি মাধ্যমে যারা পড়শোনা করে, তাদের বাংলা উচ্চারণ শুনে আশান্বিত হই; শুধু তাই নয় বরং– বলা যায়, মুগ্ধতা গোটা সময়কে জড়িয়ে রেখেছিল। 'ডাকঘর' তিনটি সংখ্যা দিয়ে সাজানো হয়েছে। মঞ্চেরও কোনো নির্দেশনা দেননি রবীন্দ্রনাথ, অবশ্য শেষ দৃশ্যটি ছাড়া অসুস্থ অমলকে ঘিরে গল্প, নিতান্তই শাদামাটা গল্প, মৃত্যুপথযাত্রী অমল জীবনের সবটুকু আনন্দ নিংড়ে নিয়ে উপভোগ করতে চায়, জানালা দিয়ে যতটুকু দেখা যায়, বাকিটা সে মনে মনে ভাবে। দৈ-অলার ডাক কি প্রহরীদের হাঁটার ভঙ্গি, খেলার সাথীদের আনন্দ সবখানে কে যেন আছে। কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা, মনে মনে– এ যেন অমলই। এর মধ্যে সংসারের শতকার্য, চিকিৎসা আর গ্রামের মোড়ল– আর চমকে দিয়ে রাজার ডাকঘরের লোকের আগমন। সব যেন ওলোটপালট হতে থাকে। কোথাও আনন্দের ঘাটতি নেই, অথচ দর্শকমাত্রই অমলের করুণ পরিণতি সম্পর্কে নিশ্চিত, আর এখানেই টেনশন তৈরি হতে থাকে, দর্শকের গলা শুকিয়ে আসতে থাকে, এমনকি শেষ দৃশ্যে লুকিয়ে চোখও মুছতে হয়েছিল। প্রথমেই গানের কথা বলি, এমন নির্ভুল সুরে ও লয়ে, শুদ্ধ উচ্চারণে সমবেত সঙ্গীত শোনা ছিল আমার জন্য বাড়তি উপহার। ত্রিশ-চল্লিশ জন ছাত্রছাত্রী গান পরিবেশন করল একবারও ধাক্কা খেতে হয়নি, একি কম কথা। নিখুঁত উচ্চারণের তারিফ করতেই হবে।

নৃত্যের বেলায়ও তাই– ছোট্ট মঞ্চটিকে সুবিধামতো ভাগ করে এত এত শিল্পী দিয়ে নৃত্য পরিবেশন করা সোজা কথা নয়। অভিনয়ের চেয়ে এক্ষেত্রে সম্ভবত বেশি বেশি মহড়া দিতে হয়েছিল। চারজন শিল্পী এক অমল চরিত্রে অভিনয় করেছে। হুমায়ূন আহমেদের হিমুর মতো হলুদ পাঞ্জাবি– না, খটনা তো লাগেনি। এখানেই পরিচালকের কৃতিত্ব। সবকিছুই আমরা বিশ্বাস করতে বাধ্য– চার জনকেই অমল না ভেবে উপায় ছিল? এই পরীক্ষাটুকু আমার ভীষণ পছন্দের। কবিরাজ, গ্রাম্য মোড়ল, দৈ-অলা, অমল যাদের সঙ্গে থাকে, তারা– এমনকি, প্রহরীও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলেনি, একটু ভিন্ন ঢঙে বলেছে। ডাকঘর, হঠাৎ করেই মনে পড়ছে শেরশাহ ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেছিলেন, আর নাটকটি যখন লেখা হয়, ১৯১১ (সম্ভবত) সে-সময় ভারত-সম্রাট সম্ভবত পঞ্চম জর্জ। সুকান্ত ভট্টাচার্যের রানার কবিতাটির কথা মনে পড়তেই পারে, এসব তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকহরকরা গল্পের কথা। কী জামা-কাপড় (নির্দেশক এ বিষয়েও যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন) কী কেশবিন্যাস– এসব বিষয়েও যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েছেন নির্দেশক। কয়েক মাস অস্বস্তিকর পরিবেশে থেকে থেকে মিষ্টি বাতাসের মতো পরিচ্ছন্ন নিবেদন 'ডাকঘর' দেখে অত্যন্ত অভিভূত হয়েছিলাম। রাত হয়েছিল, নইলে নির্দেশক আলপনা আখতার, সঙ্গীত পরিচালক আতিক আহমেদ, নৃত্য পরিচালক অমিত চৌধুরী, এদের সঙ্গে একটু কথা বলে নিলে ভালো লাগত। মঞ্চের বাঁদিকে খাট পেতে অমলের শয্যা রচিত হয়েছিল ডান বা সামনের দিকটি খোলা মঞ্চের দু'পাশে গানের শিল্পীরা বসেছিলেন। পেছনের যে ফাঁকা জায়গাটুকু, দর্শক নিজের মতো ভেবে নিতে পারেন, সামান্য দূরে পাহাড়, হয়তো সামান্য কাছেই সেই ডাকঘর। বাস্তব জীবনের খুঁটিনাটির মধ্যেও যে জীবনতৃষ্ণা তারই স্বাদ নিতে আরও বৃহৎ ও মহৎ কিছুর আহ্বান অন্তরে আলোড়ন এনে দিতে পেরেছিল তার জন্য কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে উপায় নাই। অধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করেছি শিল্পকলা একাডেমি বা অন্য কোনো বড় মঞ্চে এই নাটকটি মঞ্চস্থ করতে পারলে বেশ হয়। না, নাটকটি পড়ার সময় এক ধরনের আনন্দ পেয়েছিলাম, অধিকাংশ নাটকই বেশ পাঠযোগ্য নয়, মঞ্চই যেন শেষ কথা– তা এই প্রশ্নে নির্দেশিত ডাকঘর সম্পর্কিতও, দেখে আনন্দ পেয়েছিলাম। ■

স্কলাস্টিকার ছাত্র-ছাত্রীদের প্রযোজনায় 'ডাকঘর' নাটকের দৃশ্য

● স্কলাস্টিকা স্কুলে মঞ্চস্থ 'ডাকঘর' নাটকের প্রদর্শনীর প্রধান অতিথি কবি আসাদ চৌধুরীর বিশেষ রচনা।